দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08. JUN 1990
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

16 17

দুই অফিসারের রশি টানাটানি

ঝিনাইদহে শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম বন্ধ হবার পথে

ঝিনাইদহ, ৭ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-শৈলকূপা উপজেলা শিক্ষা অফিসে এখন দু'জন শিক্ষা অফিসার। শিক্ষা অফিসারের নিজস্ব কক্ষ সাবেক শিক্ষা অফিসারের দখলে, অন্যদিকে নতুন শিক্ষা অফিসার দখল করে আছেন করণিকদের কক্ষ। দু'জনের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর জের হিসেবে শিক্ষা দপ্তরের কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ষ্ট্যান্ড রিলিজ হওয়ার ১৪ দিন পরও সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়ে গায়ের জোরে অফিস আগলে থাকায় এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, শৈলকূপা উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ,এফ,এম আবু সাঈদ ভাটই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈকা সহকারী শিক্ষিকাকে বাসায় দেখা করার প্রস্তাব দিলে উক্ত শিক্ষিকা অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনার জের হিসেবে সূফিয়া পারভিনকে অন্যত্র বদলি করা হলে সে নিয়মানুবর্তী জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট আপীল করে। জেলা শিক্ষা অফিসার তদন্ত করে দেখার জন্য বদলির আদেশ স্থগিত করেন। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা অফিসার জেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে প্রথমে ঐ শিক্ষিকার বেতন বন্ধ, পরে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। বিভাগীয় নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ এনে জেলা শিক্ষা অফিসার শৈলকূপা উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ,এফ,এম আবু সাঈদকে হরিনাকুন্ডু উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বদলি করে ২২শে মে ষ্ট্যান্ড রিলিজ এবং একই সাথে হরিনাকুন্ডু উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল কাদের মীরকে শৈলকূপা উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বদলির নির্দেশ দেন। আব্দুল কাদের মীর শৈলকূপা উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। তার অবেদনপত্র উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু ২২শে মে ষ্ট্যান্ড রিলিজ হওয়ার ১৪ দিন গত হয়ে গেছে সাবেক শিক্ষা অফিসার আবু সাঈদ দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি, অফিসের দখলও ছাড়েননি। ফলে নতুন শিক্ষা অফিসার কেরানীদের রুমে বসছেন। এদিকে দু'জনের দ্বন্দ্বে শিক্ষা দপ্তরের কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের অফিসিয়েটিং ষ্টাফরা বেতন পায়নি।